বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-৮/২০১৯

জনাব এস এম রবিউল ইসলাম সোহেল — ফরিয়াদি
পিতা: এস এম মোহাম্মদ আলী
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: প-৬৭/২, (২য় তলা) মধ্য বাড্ডা,
ঢাকা-১২১২।

বনাম

১। জনাব তাসমিমা হোসেন — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক
২। প্রকাশক
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লি:
৩। জনাব জামিউল আহসান সিপু
রিপোর্টার
দৈনিক ইত্তেফাক
ঠিকানা: ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ :

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী — সদস্য
৩। সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা — সদস্য

ফরিয়াদি	: উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	: উপস্থিত
শুনানির তারিখ	: ০১/১০/২০২০খ্রি: ও ১৫/১০/২০২০খ্রি:
আদেশের তারিখ	: ১০/১১/২০২০খ্রি:

রায়

ফরিয়াদির আর্জি:

ফরিয়াদি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ২৪/০৯/২০১৯খ্রি: তারিখের সংখ্যায় "ক্যাসিনোর টাকায় বাড়ি গাড়ি ফ্ল্যাট সোহেলের, অভিযান শুরুর পর পালিয়েছেন সিঙ্গাপুর" শিরোনামের সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে আপত্তিজনক অসত্য, কাল্পনিক এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছে।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ফরিয়াদির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদিকে জনসমক্ষে সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন এবং ব্ল্যাকমেল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে ফরিয়াদির বক্তব্য হলো:

তিনি ১৯৯০ সন হতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর্দশের একজন কর্মী হিসেবে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছেন।

তার ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্বে প্রদান করেন। তিনি ২০১০ সন হতে ২০১৫ সন পর্যন্ত ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঢাকা মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি পদপ্রার্থী ছিলেন। রাজপথে পরিশ্রম করেছে বিধায় যোগ্য প্রার্থী হিসেবে এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগণ প্রভাবিত হয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার নামে উল্লেখিত ভূয়া, মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ করে। ফরিয়াদি যেন ঢাকা মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি না হতে পারে। উক্ত সংবাদের কারণে ফরিয়াদি রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

প্রতিপক্ষগণের প্রকাশিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ফরিয়াদি মতিঝিল ক্লাবপাড়ায় ক্যাসিনোর টাকা উত্তোলন করে ও চাঁদাবাজি করে। ফরিয়াদির বক্তব্য এই যে, তিনি ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ উত্তরের সভাপতি (২০১০-২০১৫)। তার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান ঢাকা মহানগর উত্তরের এলাকায়। আর মতিঝিল ক্লাবসমূহ ঢাকা মহানগর দক্ষিণে অবস্থিত। ফরিয়াদি কোনো ক্লাবের সদস্য বা কোনো কর্মকর্তা ছিলনা, আর প্রত্যেকটি ক্লাবে যেখানে ক্যাসিনোর কথা বলা হয়েছে সেখানে সিসি টিভি রয়েছে। ফরিয়াদি জীবনে কোনো দিন এক মিনিটের জন্য কোনো ক্লাব বা কথিত ক্যাসিনোতে যায়নি। এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্প ও ভিত্তিহীন সংবাদ। তার চরিত্র হনন/রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য করা হয়েছে। উক্ত প্রতিপক্ষগণ তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যেন ফরিয়াদি ঢাকা মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, তার ব্যাংকে রয়েছে কোটি কোটি টাকা। দালিলিক প্রমাণ ছাড়া, সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, কাল্পনিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে উক্ত সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ও নিজের নামে যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাতে সামান্য পরিমাণ টাকা আছে, যা ব্যাংক হিসাবের বিবরণীতে উল্লেখ আছে।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, নিজের গ্রামের বাড়িতে ৫ কোটি টাকা মূল্যের আলিশান ডুপ্লেক্স বাড়ির কথা বলা হয়েছে। ফরিয়াদি মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার বহু আগেই তার বাবা পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ, গাছপালা, পুকুরের মাছ বিক্রয় ও ফরিয়াদির বোনদের স্বামীদের সহযোগিতায় ১৫/১৬ লক্ষ টাকা খরচ করে ২ কাঠা জায়গায় উপরে দোতলা বাড়ি নির্মাণ করেন। উক্ত বাড়িতে তার কোনো অর্থের অবদান নেই। উল্লেখ্য যে, উক্ত বাড়িতে তার বোনদেরও মালিকানা রয়েছে।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে ফরিয়াদি ২টি হ্যারিয়ার গাড়িসহ ১৪টি গাড়ির মালিক। এর মধ্যে ১০টি গাড়ি দিয়েছেন পরিবহন সার্ভিসে ব্যবসার জন্য। ফরিয়াদির কোনো হ্যারিয়ার গাড়ি নেই। যা BRTAতে খোঁজ-খবর নিয়ে তার সত্যতা পাওয়া যাবে। যেহেতু প্রতিপক্ষগণ বলেছেন যে, তার ২টি হ্যারিয়ার গাড়ি তাহলে উক্ত গাড়ির চেসিস নং, ইঞ্জিন নং, মডেল নং, গাড়ির কালার ও কত সালে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে প্রতিপক্ষগণ প্রতিবেদনে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখ করেননি।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদির আরও ১০টি বাস সার্ভিসে ব্যবসার জন্য নিয়োজিত করার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যার সত্যতা সম্পর্কে BRTAতে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যাবে আদৌ তার নামে কোনো বাস আছে কি না ও তিনি পরিবহন ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন কি না। উল্লেখ্য যে, ফরিয়াদি ব্যবহারের জন্য একটি পুরনো নোয়া মাইক্রোবাস এবং তার ২টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার প্রয়োজনের জন্য ২টি প্রাইভেট কার আছে এর বাইরে তার নামে আর কোনো গাড়ি নেই।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ফরিয়াদি নিজ নামে তিনটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন। প্রতিটি ফ্ল্যাটের মূল্য ৩ (তিন) কোটি টাকা, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তবে মধ্যবাড্ডা এলাকায় হোল্ডিং প-৬৭/২ এর এএনজেড প্রপার্টিজের নির্মিত তার নিজ নামে একটি ফ্ল্যাট ও তার সন্তান শেখ রাইয়ানের নামে একটি ফ্ল্যাট মোট ২টি ফ্ল্যাট রয়েছে, যা বর্তমান বাজার মূল্য সর্ব সাকুল্যে ৮০ লক্ষ টাকা হতে পারে। উক্ত প্রকাশিত সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে, বাড্ডা এলাকায় একটি ফ্ল্যাটের দাম ৩ কোটি টাকা। এটা হাস্যকর, কাল্পনিক এবং তাকে সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ করেছে।

তিনি আরও বলেন প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, ফরিয়াদি হাউজিং কোম্পানি খুলে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, যার কোনো সত্যতা নেই, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, তিনি একে একে বিয়ে করেছেন চারটি। এটা সত্য নয় এবং মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে উক্ত সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নিয়ে জনসম্মুখে সংবাদ প্রচার করা খুবই অপমানজনক, দু:খজনক ও মানহানিকর এবং আইন বহির্ভূত।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, ফরিয়াদি সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর পালিয়ে যান। এটা সত্য নয়, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও অত্যন্ত দু:খজনক। ফরিয়াদি বিগত ১৮/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে সিঙ্গাপুরের র‍্যাফেলস হসপিটালে হার্টের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন, যার মেডিকেল রিপোর্ট ও কাগজপত্র সংযোজিত করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, ফরিয়াদি সিঙ্গাপুরে ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলের প্রিমিয়াম গ্রাহক। যার কোনো সত্যতা নেই বরং সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট এবং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে উক্ত সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, মতিঝিল ক্লাবপাড়াসহ ধানমণ্ডি, বনানী ও গুলশান এলাকায় ক্যাসিনো থেকে প্রতিদিন চাঁদা তোলেন আরমান ও সোহেল। প্রতিটি ক্লাব থেকে দিনে ন্যূনতম ১ লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চাঁদাবাজি হয়। এই চাঁদার অংশ প্রথমে সম্রাট ও খালিদের কাছে হিসাব জমা

হয়। সেখান থেকে ফরিয়াদি ক্লাবপ্রতি গড়ে ১০ ভাগ কমিশন পান, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন এর কোনো সত্যতা নেই।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, চাঁদাবাজির টাকায় প্রথমে মধ্য বাড্ডার গ-৪৭ নম্বর হোল্ডিংসের একটি অ্যাপার্টমেন্টে ১৫০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট কিনেন। যার কোনো সত্যতা নেই। উল্লেখ্য যে, গ-৪৭ নম্বর হোল্ডিংসের মালিক, জনাবা আনোয়ারা বেগম, স্বামী-মৃত আব্দুল মজিদ ঐ বাড়ির মালিক। উক্ত আনোয়ারা বেগম ব্যাংক লোন এর মাধ্যমে ৬ (ছয়) তলা বিল্ডিং নির্মাণ করেন এবং উক্ত বাড়ি আনোয়ারা বেগম এর দখলে আছেন।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, গত বছর ফরিয়াদি মধ্য বাড্ডার প-৬৬ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে একটি ফ্ল্যাট কিনেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত প-৬৬ নম্বর হোল্ডিংসের মালিক, (১) জনাব জহিরুল হক ও (২) সুফিয়া বেগম এবং উক্ত নম্বর হোল্ডিংসের সাথে ফরিয়াদির সম্পর্ক নেই।

প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, ২০১৫ সালের ৩০ জুলাই এই ফ্ল্যাট থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তখন বিষয়টি সোহেল তার ক্ষমতা দিয়ে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে, মৃত ব্যক্তি ইমন ফরিয়াদির মামাত ভাই, সে মানসিক রোগী এবং তাকে চিকিৎসার জন্য ফরিয়াদির বাসায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে তার মামাতো ভাই ইমন তাদের দৃষ্টিগোচরের বাইরে আত্মহত্যা করেন। এর প্রেক্ষিতে ফরিয়াদির মামা নিজে বাদী হয়ে বাড্ডা থানায় অপমৃত্যু বা আত্মহত্যা মামলা দায়ের করেন। এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ফরিয়াদি সব মিলিয়ে শত কোটি টাকার মালিক হওয়া মিথ্যা ও কাল্পনিক।

প্রতিপক্ষগণের প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে ফরিয়াদিকে এবং মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি পদ হতে বঞ্চিত করার জন্য কূটকৌশল হিসেবে সংবাদ প্রকাশ করে তার সম্মানহানি করেছে।

ফরিয়াদির নিবেদন করে যে, প্রকাশিত সংবাদ তার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত অংশসমূহ তাকে আঘাত করেছে:

(ক) মতিঝিল ক্লাব পাড়ায় ক্যাসিনো থেকে দৈনিক চাঁদাবাজি করে একাধিক ফ্ল্যাট ও ১৪টি গাড়ির মালিক হয়েছেন তিনি। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রয়েছে কোটি কোটি টাকা। নিজের গ্রামের বাড়িতে ৫ কোটি টাকায় নির্মাণ করেছেন আলিশান ডুপ্লেক্স বাড়ি।

(খ) ২ কোটি টাকার ২টি হ্যারিয়ার গাড়িসহ ১৪ টি গাড়ির মালিক। এর মধ্যে ১০ টি গাড়ি দিয়েছেন সার্ভিসে ব্যবসার জন্য।

(গ) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় নিজ নামে তিনটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন। প্রতিটি ফ্ল্যাটের মূল্য ৩ কোটি টাকার করে। এছাড়া ক্যাসিনোর চাঁদাবাজির টাকায় তিনি একটি হাউজিং কোম্পানি খুলে সেখানে বিনিয়োগ করেছেন প্রায় ১০ কোটি টাকা।

(ঘ) একে একে বিয়ে করেছেন চারটি। কিন্তু প্রথম বিয়ে টিকেছে শুধু পাঁচ-ছয় বছর। পরে তিনটি বিয়ে গড়ে তিন-চার মাস করে টিকেছে।

(ঙ) গত বুধবার মতিঝিল ক্লাব পাড়ায় ক্যাসিনোতে অভিযান চালায় র‍্যাব। এর পরদিন বৃহস্পতিবার রাতে সোহেল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর পালিয়ে যান। সিঙ্গাপুরে ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলের তিনি প্রিমিয়াম গ্রাহক।

(চ) সোহেলের সহযোগীরা জানান, মতিঝিল ক্লাব পাড়াসহ ধানমণ্ডি, বনানী ও গুলশান এলাকায় ক্যাসিনো থেকে প্রতিদিন চাঁদা তোলেন আরমান ও সোহেল। প্রতিটি ক্লাব থেকে দিনে ন্যূনতম ১ লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চাঁদাবাজি হয়। এই চাঁদার অংশ প্রথমে সম্রাট ও খালিদের কাছে হিসাব জমা হয়। সেখান থেকে সোহেল ক্লাব প্রতি ১০ ভাগ কমিশন পান।

(ছ) সোহেলের বাবা মৃত মোহাম্মদ আলী ছিলেন বাড্ডার আলাতুন্নেছা স্কুলের দপ্তরি।

(জ) ২০১৩ সালে সোহেল মতিঝিলের ক্লাব পাড়ায় যাতায়াত শুরু করেন। এরপরই তার চোখের সামনে বিপুল পরিমাণ টাকার সন্ধান মিলে। চাঁদাবাজির টাকায় প্রথমে মধ্য বাড্ডার গ-৪৭ নম্বর হোল্ডিংসের একটি অ্যাপার্টমেন্টে ১৫০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট কিনেন।

(ঝ) মাস ছয়েকের মধে তিনি হ্যারিয়ার ব্র্যান্ডের দামি গাড়ির মালিক হন।

(ঞ) গত বছর তিনি মধ্য বাড্ডার প-৬৬ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে একটি ফ্ল্যাট কিনেন।

(ট) ২০১৫ সালের ৩০ জুলাই এই ফ্ল্যাট থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তখন বিষয়টি সোহেল তার ক্ষমতা দিয়ে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে যান।

(ঠ) এছাড়া তিনি ১০ টি বাস কিনে আসিফ নামে এক পরিবহন ব্যবসায়ীর কোম্পানিতে দিয়েছেন।

(ড) সোহেলের গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের জালালাবাদ ইউনিয়ন। সেখানে তিনি ৫ কোটি টাকা ব্যায়ে একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি নির্মাণ করেছেন। অজপাড়াগাঁয়ে এমন সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করায় দূরদূরান্ত থেকে লোকজন বাড়িটি দেখতে আসে।

প্রতিপক্ষগণ ফরিয়াদির বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করেছেন, প্রথম পৃষ্ঠায় দৃষ্টিনন্দিত স্থানে ও পত্রিকার উপরিভাগে। পরবর্তীতে ফরিয়াদি এ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে বিগত ২৪/০৯/২০১৯খ্রিঃ তারিখে ১নং প্রতিপক্ষের কাছে প্রতিবাদ পাঠিয়েছে কিন্তু প্রতিপক্ষগণ উক্ত প্রতিবাদ প্রকাশ করেছে বিজ্ঞাপন আকারে, সর্বশেষ পৃষ্ঠার নিচের দিকে, যা পাঠকের দৃষ্টির বাইরে। প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদির রাজনৈতিক মহলে, কর্মস্থলে দেশে-বিদেশে আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী মহলে ফরিয়াদিকে হেয়প্রতিপন্ন, রাজনৈতিকভাবে মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি পদ হতে বঞ্চিত করার জন্য কূটকৌশল হিসেবে সংবাদ প্রকাশ করে তার সম্মানহানি করেছেন। উক্ত মিথ্যা প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে যে, ফরিয়াদি এখন শত কোটি টাকার মালিক, তাতে তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের রোষানলের সম্মুখীন হচ্ছেন। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।

পরিশেষে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছে।

ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপি নিম্নরূপ হুবহু ছাপানো হলোঃ-

"গত ২৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় ও দৈনিক যুগান্তরে আমার বিরুদ্ধে ক্যাসিনোর টাকার বাড়ি গাড়ি ফ্ল্যাট সোহেলের শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সংবাদটি আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লেখা হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে আমার বিরুদ্ধে ক্যাসিনো থেকে টাকা তোলার মত হাস্যকর অভিযোগ করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এছাড়াও হ্যারিয়ার সহ আমার ১৪টি গাড়ির কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে আমার একটি পুরোনো নোয়া গাড়ি রয়েছে, যা আমি ব্যবহার করি, আমার হাজার কোটি টাকা রয়েছে বলা হলেও আমার ব্যাংকে মাত্র ৪০ হাজার টাকা রয়েছে। প্রতিবেদনটিতে ৩টি ফ্ল্যাটের কথা বলা হলেও আমার পৈতৃক ২ তলা ভিটা বাড়িতে আমার পিতা ২০১০ সালে আমি সভাপতি হওয়ার আগেই তৈরি করেছে। অভিযানের পর আমি সিঙ্গাপুরে গিয়েছি এমন অসত্য তথ্যও এখানে দেয়া হয়েছে। মূলত আমি চিকিৎসার জন্য বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছি। আমার বক্তব্যের প্রতিটি তথ্য আমি প্রমাণ করতে পারবো। দৈনিক ইত্তেফাকের মতো সবার আস্থার পত্রিকায় এমন ভিত্তিহীন সংবাদের আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

১-৩নং প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। তাদের মূলবক্তব্য হলো:

প্রতিপক্ষ একটি বহুল প্রচারিত ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা হিসেবে ১৯৫৩ সাল থেকে অদ্যাবধি সংবাদপত্রের প্রধান কাজ সত্য সংবাদ প্রকাশ করে জনসম্মুখে নিয়ে আসছে। উল্লেখ্য, প্রতিপক্ষ মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা ১৯৭১খ্রি. সালের পূর্ববর্তী কাল হতে জনগণের সচেতনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে আসছে। অত্র প্রতিপক্ষ প্রতিটি সংবাদ সরেজমিন তদন্তের ভিত্তিতে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় অত্র সংবাদের মাধ্যমেও কেবল নিরপেক্ষ, সঠিক ও প্রকৃত সত্যই উদঘাটন করা হয়েছে।

ফরিয়াদির মতিঝিল ক্লাব পাড়ায় ক্যাসিনোর রাজ্যে চলাফেরা ছিল-তার প্রমাণ হিসেবে ক্যাসিনো সম্রাট যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের সঙ্গে একাধিক ঘনিষ্ঠ চলাফেরার প্রমাণ অত্র প্রতিপক্ষের নিকট সংরক্ষিত আছে। সিঙ্গাপুরে ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে গ্রেফতারকৃত ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের চীনা বংশোদ্ভূত বান্ধবী সিন্ডলিং'র জন্মদিনের পার্টিতে ফরিয়াদি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে যুবলীগের আরেক ক্যাসিনোবাজ গ্রেফতারকৃত খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার উপস্থিতি রয়েছে। সম্রাটের খুব কাছের ব্যক্তি ছাড়া ঐ পার্টিতে বা ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলের পার্টিতে ফরিয়াদির পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। এতেই প্রমাণ করে যে ফরিয়াদি একজন ক্যাসিনোবাজ। তিনি ছাত্রলীগের নাম পরিচয় ব্যবহার করে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।

সিঙ্গাপুরে ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের চীনা বংশোদ্ভূত বান্ধবী সিন্ডলিং'র জন্মদিনের পার্টিতে ফরিয়াদি উপস্থিতির ছবি সংযুক্তি-১ আকারে অত্র জবাবের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

ফরিয়াদি তথ্য প্রদান করেছেন যে, গোপালগঞ্জের জালালাবাদ ইউনিয়নে গ্রামের ডুপ্লেক্স বাড়ি তার বাবা ও ভাই-বোনদের। কিন্তু সারাজীবন একটি বেসরকারি স্কুলের দপ্তরি পদে চাকরি করে ফরিয়াদির পিতার পক্ষে গ্রামের বাড়িতে ডুপ্লেক্স বাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। একজন দপ্তরির সন্তান হয়ে ফরিয়াদি নির্লজ্জভাবে জন্মদাতা পিতার সত্যিকার পেশাগত পরিচয় অস্বীকার করেছেন। পিতা মোহাম্মদ আলী ছিলেন বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের দপ্তরি। মোহাম্মদ আলী অত্যন্ত কষ্ট করে সৎ পথে থেকে সোহেলকে পড়াশোনা করিয়েছেন। কিন্তু পিতার এই সৎ উপার্জনের মূল্যায়ন না করে ফরিয়াদি উল্টো পিতার সত্যিকার পেশাগত পরিচয় দিতে অস্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ ফজলুর রহমানের সঙ্গে কথা বললে সত্যতা মিলবে।

ফরিয়াদির পিতা মোহাম্মদ আলী আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের দপ্তরি ছিলেন সে সংক্রান্ত প্রমাণপত্র আকারে অত্র জবাবের সাথে যুক্ত করা হলো।

তদন্তে উদঘাটিত সত্য হচ্ছে, ফরিয়াদির পিতা উল্লেখিত স্কুলের দপ্তরি ২০১৫ সালের দিকে মারা যান। তার মৃত্যুর পর ২০১৬ সালে ফরিয়াদি নিজ উদ্যোগে গোপালগঞ্জের জালালাবাদ ইউনিয়নে ডুপ্লেক্স বাড়িটি নির্মাণ করেন। দপ্তরির এই সন্তান ক্যাসিনো নিয়ন্ত্রণ করে অবৈধপথে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যান। অথচ মৃত পিতার ওপর নিজের অসৎ ও অবৈধ উপার্জনের দায় চাপাতে ফরিয়াদি অত্যন্ত পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন।

গোপালগঞ্জের জালালাবাদ ইউনিয়নের ডুপ্লেক্স বাড়ির একটি ছবি সংযুক্তি আকারে অত্র জবাবের সাথে যুক্ত করা হলো।

ফরিয়াদি 'একজন ছাত্রলীগ নেতা থাকাবস্থায় কীভাবে দামি গাড়ির মালিক হলেন? তার অর্থের উৎস কোথায়?' যার কোনো সদুত্তর ফরিয়াদি তার আরজিতে উল্লেখ করেননি। তদন্তে জানা যায়, একজন ছাত্রলীগ সভাপতি হওয়ার পর হতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ৩টি গাড়ি ক্রয় করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো তখনকার ব্র্যান্ড নিউ মাইক্রোবাস টয়োটা নোয়াহ ভক্সি মডেল, যা ফরিয়াদির ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি থাকাকালীন ৩০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেছেন এবং বিগত ১২-০৫-২০১৫খ্রি. তারিখে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। অপর দুইটি গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ি ফরিয়াদির ঔরসজাত পুত্র শেখ রাইয়ানের নামে কেনা হয়েছে। উক্ত শেখ রাইয়ানের নামে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির নাম শেখ রাইয়ান ট্রেডিং বিডি। শেখ রাইয়ানের নামে ক্রয়কৃত টয়োটা করোলা এক্সিও মডেলের কালো রঙের গাড়িটি বিগত ২৮-০৫-২০১৮খ্রি. তারিখে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। তৃতীয় গাড়িটি ফরিয়াদির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মধুমতি ট্রেড লাইনের নামে কেনা হয়েছে। উক্ত টয়োটা করোলা এক্সিও মডেলের গাড়িটি ০৪-০৯-২০১৮খ্রি. তারিখে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। একজন স্কুলের দপ্তরির এই সন্তান ফরিয়াদি ক্যাসিনো নিয়ন্ত্রণ করে অবৈধপথে কোটি কোটি টাকা আয় করে মাত্র ৪-৫ বছরে বিপুল সম্পদসহ গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়ে গিয়েছেন।

উক্ত ক্রয়কৃত ৩টি গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণ সংযুক্তি আকারে অত্র জবাবের সাথে যুক্ত করা হলো।

ফরিয়াদির নামে ৩টি ফ্ল্যাটের মধ্যে একটি ফ্ল্যাট ফরিয়াদি তার নাবালক সন্তানের নামে ক্রয় করেছেন। ৩টি ফ্ল্যাটের দলিল মূল্য দেখানো হয়েছে সর্বমোট ১ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সরেজমিনে তদন্তে গিয়ে জানা যায়, ঢাকায় দলিলে উল্লেখিত মূল্যে ফ্ল্যাট কেনাবেচা হয় না। দলিলে কম মূল্যে দেখানো হয় সরকারকে রেজিস্ট্রি ফি কম দেওয়ার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, বাড্ডা এলাকায় ১৮শ' স্কয়ার ফিটের (পার্কিংসহ) একটি ফ্ল্যাট ক্রয়কালীন সময়ে ২৩ লক্ষ টাকায় কেনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। উক্ত সময়ে বাজার দর অনুযায়ী উক্ত স্থানে নির্মিত উন্নতমানের ডেকোরেশনসহ ১৮শ' স্কয়ার ফিটের একেকটি ফ্ল্যাট ০৩ (তিন) কোটি টাকায় বিক্রি হওয়ার তথ্যও সরেজমিনে তদন্তে পাওয়া গিয়েছে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, 'একজন রাজনৈতিক কর্মী ৩টি ফ্ল্যাট কেনেন কিভাবে? তার অর্থের উৎস কোথায়?', যার কোনো সদুত্তর ফরিয়াদি তার আর্জিতে উল্লেখ করেননি। এই ৩টি ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখিত দলিলে ফরিয়াদির নিজের নাম এসএম রবিউল ইসলাম সোহেল, স্থায়ী ঠিকানা-বাড়ি নং-প-৬৪, মধ্য বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা উল্লেখ করেছেন। অতএব, ফরিয়াদি উল্লেখিত অভিযোগ ৩টি ফ্ল্যাট ক্রয়ের বাইরে স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে মধ্যবাড্ডার প-৬৪ নম্বর বাড়িটির মালিকও তিনি। উল্লেখ,প-৬৪ নম্বর বাড়ির ঠিকানা ফরিয়াদির জাতীয় পরিচয়পত্রেও উল্লেখ করা আছে।

ফরিয়াদি তার একে একে চারটি বিয়ের কথা অস্বীকার করেছেন। সরেজমিনে তদন্তে যোগাযোগ করা কালে প্রয়োজনে তার সাবেক দুই স্ত্রী বিজ্ঞ আদালতে হাজির হবেন বলে জানিয়েছেন। আরেক সাবেক স্ত্রী ফরিয়াদির নিষ্ঠুরতার শিকার হওয়ার ভয়ে কোনো তথ্যই দিতে রাজি হননি। তবে তার একাধিক বিয়ের বিষয়টি ফরিয়াদির পরিবারের সবাই অবগত আছেন বলে জানা যায়।

তদন্তে জানা যায়, সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ার একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়। ফরিয়াদির পাসপোর্টটি যাচাই করলেই উদঘাটিত হবে, তিনি গত ৪ বছরে কতবার সিঙ্গপুর গিয়েছেন। এটা থেকে তার সিঙ্গাপুরে ঘনঘন যাতায়াতের উদ্দেশ্যও প্রমাণ হবে। ফরিয়াদির সিঙ্গাপুরে অবস্থানের ১টি ছবি ও হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধার তালিকা কপি সংযুক্তি আকারে যুক্ত করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেল এশিয়ার একটি বড় ক্যাসিনো হোটেল। সেখানে দিন-রাত ২৪ ঘন্টা ক্যাসিনো চলে। ফরিয়াদির নিয়মিত ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে যাতায়াত করতেন। মামলার আর্জিতে যুক্ত চিকিৎসা রিপোর্টের কপিটি পর্যালোচনা করলে ফরিয়াদি যে সেখানকার ভিআইপি কাস্টমার তার সত্যতা মিলবে। চিকিৎসার রিপোর্টে পরিস্কারভাবে বলা আছে, রেডিওলজি সুবিধা, চাঙ্গি এয়ারপোর্ট টার্মিনাল থেকে ফ্রি গাড়ি সার্ভিস ম্যারিনা বে স্যান্ডস ফাইন্যানসিয়াল সেন্টার, রোকলস হল্যান্ড ভি, শো সেন্টার, র‍্যাকেলস প্যালেস, টামগেনেসি-১ এই সুবিধাগুলো তিনি গ্রহণ করেছেন। একজন ভিআইপি পদাধিকারী না হলে সাধারণ মানের রোগীকে সিঙ্গাপুর এই সুবিধাগুলো কখনই দেয় না বলে তদন্তে জানা যায়। সেক্ষেত্রে ফরিয়াদি নিঃসন্দেহে সেখানকার একজন ভিআইপি কাস্টমার। ঢাকার ক্যাসিনো থেকে চাঁদাবাজি করা বিপুল অংকের টাকা দিয়ে তিনি একাধিক বাড়ি, ফ্ল্যাট ও গাড়ি ক্রয়ের বাইরেও সিঙ্গাপুরে ভোগবিলাসে মত্ত থাকতেন।

সিঙ্গাপুরের ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে ফরিয়াদি একজন প্রিমিয়াম গ্রাহক। গ্রেফতারকৃত ও আটক যুবলীগের ক্যাসিনো সম্রাট ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের সঙ্গে ফরিয়াদির একাধিকবার ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে

যাতায়াত করেছেন এবং অবস্থান করেছেন। সোহেলের পাসপোর্টটি যাচাই করলেই এ বিষয়ে সত্যতা মিলবে। যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের পূর্ণাঙ্গ স্টেটমেন্ট ছাড়া সিঙ্গাপুরের ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলের মেম্বার হওয়া যায় না, সেহেতু ফরিয়াদির আর্জির সংযুক্তিপত্রে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের এক পাতা স্টেটমেন্ট রয়েছে। এক পাতার স্টেটমেন্ট টাকার কোনো ব্যালেন্স উল্লেখ করা হয়নি, যা অসম্পূর্ণ বিধায় সত্যের অপলাপ।

তদন্তে জানা যায়, সিঙ্গাপুরের ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলের ভিআইপি কাস্টমার ঢাকা মহানগর যুবলীগের দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট। ঢাকার ক্লাব পাড়ায় ক্যাসিনো বসিয়ে তিনি কোটি কোটি টাকা চাঁদাবাজি করেছেন। আর উক্ত সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হলেন এই ফরিয়াদি নিজে। একারণে সম্রাটের সঙ্গে ফরিয়াদি প্রায়ই সিঙ্গাপুর যেতেন এবং ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে সময় কাটাতেন ও রাত্রিযাপন করতেন বলে তদন্তে প্রমাণ মিলেছে। গত বছর আগস্ট মাসে ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে সম্রাটের চীনা বংশোদ্ভূত বান্ধবী সিন্ডলিং'র জন্মদিনে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ম্যারিনা বে স্যান্ডস এর ভিআইপি স্যুটে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সম্রাটের সঙ্গে যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ভূইয়া (র‍্যাবের হাতে গ্রেফতারকৃত ও আটক), ফরিয়াদিসহ ঢাকার ক্যাসিনো নিয়ন্ত্রকরা অংশ নেন। তার একটি ছবিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। ওই ছবিটি প্রমাণ হিসেবে এখানে ইতোমধ্যে সংযুক্তি আকারে দেয়া হয়েছে।

তদন্তে জানা যায় যে, ক্যাসিনোর চাঁদাবাজির টাকার অংক কখনই ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা কাগজপত্রে প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ফরিয়াদি যে সন্দেহজনকভাবে অসম্পূর্ণ ব্যাংক স্টেটমেন্ট দাখিল করে নিজের কৃত অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করেছেন, প্রতিপক্ষগণ ইতোমধ্যেই জবাবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, ফরিয়াদি সম্রাটসহ এনু-রুপনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ওয়ারী ও গেন্ডারিয়ায় আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা এবং সিআইডি কতৃক ধৃত ও আটক ওয়ান্ডারার্স ক্লাব পরিচালনাকারী এনামুল (এনু) রুপন দুজন সহোদর ঢাকায় ২২টি বাড়ির মালিক। তারা কোটি কোটি টাকা বাড়ির সিন্দুকে ভরে রেখেছিলেন। র‍্যাব দুই দফা অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকে বস্তা ও সিন্দুক ভর্তি শত কোটি টাকা ও শত কোটি টাকার স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে।

২০১৫ সালের ৩০ জুলাই ফরিয়াদির বাড্ডার ফ্ল্যাট থেকে ফরিয়াদির এক আত্মীয়ের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই সময় ফরিয়াদি ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সভাপতি ছিলেন এবং তিনি পুলিশের কাছে এই বলে তথ্য দেন যে, তার ওই আত্মীয় মানসিক রোগী বলে পিস্তল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, ওই পিস্তলটির মালিক কি আত্মহত্যাকারী নিজে? পিস্তলটির মালিকানা আত্মহত্যাকারী কীভাবে লাভ করলেন? পিস্তলটি বৈধ নাকি অবৈধ? তদন্ত হলে সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে।

সে মতে নিবেদন করেন যে, বিচারের স্বার্থে অত্র প্রতিপক্ষগণের লিখিত জবাব গ্রহণকরত সংবাদপত্র তথা জনমতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করার অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত আর্জির বক্তব্যসমূহ নামঞ্জুর করত মামলাটি সরাসরি খারিজের আদেশ দানে আদালতের সদয় মর্জি হয় এবং অনুরূপ আদেশ দানে অত্র প্রতিপক্ষগণ আদালতের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

ফরিয়াদির প্রতিউত্তরঃ

৩নং প্রতিপক্ষ প্রদত্ত রিপোর্ট কোনরূপ যাচাই বাচাই পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া ১নং প্রতিপক্ষ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, অতিরঞ্জিত ও বেআইনি, তঞ্চকতাপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ২৪/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখের প্রকাশিত রিপোর্টের বক্তব্যের সাথে প্রতিপক্ষগণের দাখিলীয় জবাব পরস্পর স্ববিরোধী। কেননা কথিত বানোয়াট ও ভূয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে। ফরিয়াদি ১৪টি গাড়ির মালিক হয়েছেন বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে কোটি কোটি টাকা বা নিজের গ্রামের বাড়িতে ৫কোটি টাকায় নির্মাণ করেছেন আলিশান ডুপ্লেক্স বাড়ী বা ২ কোটি টাকায় দুটি হ্যারিয়ার গাড়িসহ ১৪টি গাড়ির মালিক এবং এছাড়া ক্যাসিনোর চাঁদাবাজির টাকায় তিনি হাউজিং কোম্পানি খুলে সেখানে বিনিয়োগ করেছেন প্রায় ১০ কোটি টাকা বা সব মিলিয়ে এখন শত কোটি টাকার মালিক বা চাঁদাবাজির টাকা প্রথমে মধ্যবাড্ডায় গ-৪৭ নম্বর হোল্ডিং আপ্যার্টমেন্ট ১৫০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট কিনেন বা গত বছর তিনি মধ্যবাড্ডায় প-৬৬ নম্বর একটি ফ্ল্যাট কিনেন। রিপোর্টের বর্ণিত বক্তব্যসমূহ দাখিলীয় লিখিত জবাবের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন বিধায় প্রতিপক্ষগণের দাখিলীয় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

ফরিয়াদি স্কুলে পড়াকালীন ছাত্রাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সুদীর্ঘ কাল ধরে ছাত্রলীগে সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে দলের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে তৎপর ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ (উত্তর) সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগ ঢাকা মহানগর (উত্তর) কমিটির ২০২০ সালের সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে প্রচার প্রচারণা চালান। তার শক্ত জনপ্রিয়তা স্বার্থান্বেষী প্রার্থীগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, অপপ্রচার, প্রপাগান্ডা এমনকি তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নির্মূলের জন্য বিগত ২৪/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ৩নং প্রতিপক্ষ কথিত মিথ্যা, ভূয়া, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, তঞ্চকতাপূর্ণ রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মত এসময়কার জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশ করেন যা ১নং ও ২নং প্রতিপক্ষের দুরভিসন্ধি ও যোগসাজসমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছেন বলে প্রতীয়মান হওয়ায় প্রতিপক্ষগণের দাখিলীয় লিখিত জবাব অগ্রাহ্য করে তাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদির প্রার্থিত প্রার্থনা মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

প্রতিপক্ষগণ শুধু কয়েকটি স্থিরচিত্রের মাধ্যমে ফরিয়াদির ক্যাসিনো কাণ্ডে সম্পৃক্ততার বিষয়টি হাস্যকরভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বাকি অভিযোগগুলোর বিষয়ে ন্যূনতম কোনোরূপ প্রমাণাদি ছাড়াই কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতিপক্ষগণ যে জবাব দিয়েছেন ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিপক্ষগণের নিকট শুধুমাত্র স্থির চিত্র ছাড়া আদৌ কোনো প্রমাণপত্র নেই বিধায় ফরিয়াদি আইনত প্রতিকার পাওয়ার হকদার বটে।

ফরিয়াদির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষগণ সংবাদটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নীতিমালা, সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি-১৯৯৩, সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা, সাংবাদিকতার নীতিমালার নীতিমালা-UNESCO, সাংবাদিকতার নীতিমালার নীতিমালা- ASEAN, সাংবাদিকদের Code of Ethics ও IFJ Declaration of Principles on the Conduct of journalists অনুসরণ করা হয় নাই বিধায় ফরিয়াদি প্রতিকার পাওয়ার হকদার বটে।
উপরোক্ত অবস্থা ও কারণাধীনে ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রতিপক্ষগণের দাখিলীয় লিখিত জবাব অগ্রাহ্য করত যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিহিতাদেশ দিতে সদয় মর্জি হয়।

যুক্তিতর্ক:
ফরিয়াদির বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বাদীর আর্জি এবং জবাবের প্রতিউত্তর এবং বিবাদির জবাব পড়ে শুনান।
তিনি প্রথমেই আর্জির দফা ৪ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত অনুসরণীয় আচরণ লঙ্ঘন করেছেন।
তিনি নিবেদন করেন এই ভিত্তিহীন প্রতিবেদনটির প্রেক্ষিতে ফরিয়াদি ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে ১নং প্রতিপক্ষের নিকট প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছে কিন্তু ১নং প্রতিপক্ষ তা ছাপায়নি বরং টাকার বিনিময়ে প্রতিবাদলিপিটি প্রকাশ করেছে বিজ্ঞাপন আকারে সর্বশেষ পৃষ্ঠায় নিচের দিকে।
এ ব্যাপারে তিনি কাউন্সিল এর বিচারিক কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে ১নং প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ লিপি না ছেপে এবং টাকার বিনিময়ে প্রতিবাদ লিপিটি বিজ্ঞাপন আকারে ছেপে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছে।
তিনি নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদির প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফরিয়াদির রাজনৈতিক জীবন ধবংস করার মানসে এই বানোয়াট প্রতিবেদনটি প্রচার করেছেন।
প্রচারিত প্রতিবেদনের প্রত্যেকটি অভিযোগের বিস্তারিত তথ্যসহ ফরিয়াদি উত্তর প্রদান করেছেন যা তাঁর আর্জিতে এবং প্রতিউত্তরে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ফরিয়াদির গ্রামের দালান বাড়ির ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে ফরিয়াদি ছাত্রলীগের সভাপতি হওয়ার পূর্বে ২০১০ সালে তাঁর বাবা ২ কাঠা ভিটি জমিতে জমা-জমি বিক্রয়লব্ধ অর্থ, গাছপালা, পুকুরের মাছ বিক্রয় করে এবং তাঁর মেয়েদের স্বামীর সহযোগিতায় ১৫-১৬ লক্ষ টাকা অর্থ ব্যয়ে বাড়িটি নির্মাণ করেছেন এবং এতে ফরিয়াদির কোনো অবদান ছিল না।
তিনি ফরিয়াদির ২টি হ্যারিয়ার গাড়িসহ ১৪টি বাড়ির মালিক এবং এর মধ্যে ১০টি গাড়ি দিয়েছেন পরিবহন সার্ভিসে ব্যবসার জন্য ইত্যাদি বক্তব্য অস্বীকার করে বলেছেন যে ফরিয়াদির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি পুরনো নোয়া মাইক্রোবাস এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার প্রয়োজনের জন্য ২টি প্রাইভেট কার থাকার কথা স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন প্রকৃতপক্ষে মধ্যবাড্ডা হোল্ডিং ৬৭/২ এলাকাতে ফরিয়াদির নামে একটি ফ্ল্যাট আর সন্তান শেখ রায়য়ানের নামে একট ফ্ল্যাটসহ মোট ০২ (দুই)টি ফ্ল্যাট যার মূল্য সর্বসাকুল্যে ৮০লক্ষ টাকা হতে পারে। তবে প্রত্যেকটি ফ্ল্যাট ৩ কোটি টাকা করে মূল্য হওয়ার কথা মিথ্যা মনগড়া বরং ফরিয়াদিকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে করা হয়েছে। তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বলেন যে, হাউজিং সোসাইটিগুলোতে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ফরিয়াদি ১৮/০৯/২০১৯ সালে সিঙ্গাপুরের র‍্যাফেলস হসপিটালে হার্টের চিকিৎসা করিয়েছেন তবে সেখানে পালিয়ে যাওয়া এবং সিঙ্গাপুরের ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে প্রিমিয়ার গ্রাহক হওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।
ফরিয়াদি মতিঝিল ক্লাব পাড়াসহ ধানমণ্ডি, বনানী ও গুলশান এলাকার ক্যাসিনো থেকে প্রতিদিন চাঁদা তোলা এবং আরমান ও সোহেল প্রতিদিন ২ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করা এবং চাঁদা থেকে সম্রাট ও খালিদকে হিসাব জমা দেওয়া এবং চাঁদার উপর ১০% কমিশন পাওয়ার বক্তব্য সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, ক্যাসিনোর চাঁদাবাজির টাকা দিয়ে হাউজিং কোম্পানিগুলোতে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার দাবি এবং চাঁদাবাজির টাকা দিয়ে প্রথমে মধ্যে বাড্ডায় ৪৭ নম্বর হোল্ডিং অ্যাপার্টমেন্টে ১৫৩০বর্গফুটের ফ্ল্যাট ক্রয় বা ফরিয়াদি গত বছর মধ্য বাড্ডায় ৬৬ নং ফ্ল্যাট ক্রয় করার বক্তব্যসমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, কয়েকটি স্থিরচিত্রের মাধ্যমে ফরিয়াদির ক্যাসিনোকাণ্ডে সম্পৃক্ততার বিষয়টি সম্পর্কে হাস্যকরভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে আর বাকী অভিযোগগুলোর বিষয়ে ন্যূনতম প্রমাণাদি ছাড়াই কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতিপক্ষগণ যে

জবাব দিয়েছেন ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিপক্ষের নিকট শুধুমাত্র স্থিরচিত্র ছাড়া আদৌ কোনো প্রমাণপত্র নেই। তাই ফরিয়াদি আইনত প্রতিকার পাওয়ার হকদার।

তিনি আরো নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষগণ সংবাদটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নীতিমালা একেবারেই মানেনি। তিনি বলেন যে, ফরিয়াদি স্বেচ্ছাসেবক লীগ ঢাকা মহানগর (উত্তর) কমিটির ২০২০ সালের সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে প্রচার প্রচারণা চালান এবং এর প্রেক্ষিতে তাঁর জনপ্রিয়তার প্রতি স্বার্থান্বেষী মহল ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বিরুদ্ধে ২৪/০৯/২০২০ তারিখে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং অসঙ্গতিপূর্ণ রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদি সিঙ্গাপুরে ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে একজন প্রিমিয়াম গ্রাহক এবং যুবলীগের ক্যাসিনো সম্রাট ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের সঙ্গে ফরিয়াদির একাধিকবার ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে যাতায়াত করা বা অবস্থান করা একেবারেই সত্য নয় এবং সম্রাটের চীনা বংশোদ্ভূত বান্ধবী মোডলিংর জন্মদিনে কথিত অনুষ্ঠানে যোগদান করার দাবিও সত্য নয়। ফরিয়াদির স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে পূর্ণাঙ্গ স্টেটমেন্ট জমা না দেওয়ার কথা সম্পূর্ণ সত্যের বিপরীত।

ফরিয়দি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা গ্রহণ করার কথা তিনি তাঁর আর্জিতে উল্লেখ করেছেন এবং চিকিৎসা গ্রহণ উপলক্ষ্যে যে সমস্ত সুযোগ নেওয়ার অভিযোগ করেছেন তা ঠিক নয়। তবে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নিলে সে দেশের হাসপাতালগুলি সকলকেই কিছু সুবিধা দিয়ে থাকে তাদের ব্যবসার পথ সুগম করার লক্ষ্যে।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরও নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদির ৪টি বিয়ে করার কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ফরিয়াদিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে জনসম্মুখে খবর প্রচার করা খুবই অপমানজনক, দুঃখজনক, মানহানিকর ও আইন বহির্ভূত। বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদির বক্তব্য এবং তথ্যাদি বিবেচনা করে মামলাটি মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদির আইনজীবীর বক্তব্য অস্বীকার করে নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষগণ ফরিয়াদির কোনো প্রতিবাদলিপি পায়নি এবং প্রতিবাদলিপি প্রেরণের পক্ষে কোনো প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। তিনি বলেন পত্রিকার বিজ্ঞাপনশাখার কর্মচারীদের যোগসাজসে ফরিয়াদির তথাকথিত প্রতিবাদলিপি বিজ্ঞাপন আকারে ছাপানো হয়েছে। তাদের দাবিমতে এতে ১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিজ্ঞাপনের কনটেন্ট এর স্বীকৃতি পায় না এবং স্বীকৃতিও দেয়া হয়নি। তিনি নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদি প্রতিবেদনের মূল অভিযোগগুলি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, বাড্ডায় তাঁর নিজের ১টি এবং তাঁর নাবালক ছেলের ১টি ফ্ল্যাট আছে। তিনি নিজে ফ্ল্যাটগুলির মূল্য নির্ধারণ করেছেন ৮০,০০,০০০/- (আশি লক্ষ) টাকা। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ির ডুপ্লেক্স এর কথা স্বীকার করেছেন এবং এর মূল্য ধরেছেন ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ)/১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা। ফরিয়াদি তাঁর ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য একটি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ২টি গাড়ি ব্যবহার করার কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু গাড়ির মূল্য সম্পর্কে তিনি কিছুই উল্লেখ করেননি। তিনি এককথায় বাড্ডায় ২টি ফ্ল্যাট এবং তিনটি গাড়ির কথা স্বীকার করেন। তিনি ২০১০-১৫ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগ ঢাকা উত্তরের সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন। ফরিয়াদি শেখ রাইয়ান ট্রেডিং বিডি এবং মেসার্স মধুমতি ট্রেড লাইন নামক দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবসা করেছেন ২০১৩ সাল থেকে অথচ তিনি ছাত্র এবং ছাত্র রাজনীতি করেছেন দাবি করেন। অন্যান্য অভিযোগ ব্যতিরেকে ফরিয়াদির বক্তব্য অনুসারে তিনি কোটি টাকারও বেশী মালিক। তিনি ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদ না বরং ছাত্র রাজনীতি করছেন। তিনি ফ্ল্যাট ক্রয় এর জন্য টাকা কোথায় পেলেন। স্বীকৃত মতে তাঁর বাবা একটি স্কুলে ছোট চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন। উনার দেশের বাড়িতে কত সম্পত্তির মালিক সে কথাও তিনি উল্লেখ করেন নাই। তিনি কোন ব্যাংক থেকে টাকা ঋণ করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন নাই। তাঁর আয়ের উৎস কোথায় তাও তিনি পরিষ্কার করেননি। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদির বাবা ২০১৫ সালে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ২০১৬ সালে ফরিয়াদি তাঁর বাড়িতে ডুপ্লেক্স বাড়িটি নির্মাণ করেন অথচ তাঁর বাবা জীবিত অবস্থায় বাড়ি নির্মাণ করার কথা আর্জিতে উল্লেখ করেছেন। ফরিয়াদির বোনদের স্বামীর সহায়তায় এবং গাছপালা ইত্যাদি বিক্রয় করে নির্মাণ করেছেন বলে দাবি করেন । তাঁর বোনজামাইদের আয়ের উৎস কী তিনি তা উল্লেখ করেননি। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, ৩টি ফ্ল্যাট ক্রয় করার ক্ষেত্রে দলিলে ফরিয়াদির নিজের নাম এস. এম রবিউল ইসলাম সোহেল, স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ি নং খ-৬৪, মধ্য বাড্ডা উল্লেখ করেছেন । তিনি খ -৬৪ নং বাড়িটির মালিকও তিনি। তিনি চারটি বিয়ের কথা অস্বীকার করেছেন তবে তাঁর দুই সাবেক স্ত্রী প্রয়োজন হলে আদালতে হাজির হবেন বলে জানিয়েছেন এবং আর একজন স্ত্রী নিষ্ঠুরতার স্বীকার হওয়ার ভয়ে কোনো তথ্য দিতে রাজি হননি।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংক এর স্টেটমেন্ট দাখিল করেছেন। তিনি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর এক পাতার একটি স্টেটমেন্ট জমা দিয়েছেন। এতে দেখা যাচ্ছে আগস্ট, ২০১৭ সালের কোনো ব্যালেন্স নাই কিন্তু তিনি চালাকি করে পূর্বের ট্রানজেকশন এর কোনো কাগজ দাখিল করেন নাই। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে তিনি ২০১৭ সালের পূর্বের লেনদেনের তথ্য দেন নাই। তিনি অসম্পূর্ণ ব্যাংক স্টেটমেন্ট দাখিল করে নিজের কৃত অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করেছেন। তিনি সিঙ্গাপুর চিকিৎসা গ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন। একজন ছাত্রনেতা সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নেওয়ার অর্থ কোথায় পেলেন। এছাড়া তিনি বার বার সিঙ্গাপুর গিয়েছেন কী কারণে এবং টাকা কোথায় পেলেন। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন

ফরিয়াদির ফুফাত ভাই পিস্তল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। তাহলে এই পিস্তলটির মালিক কে, পিস্তলটি বৈধ নাকি অবৈধ এ ব্যাপারে তদন্ত হলে সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে। বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, প্রতিবেদনটির সকল তথ্য অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিবেদক সংগ্রহ করেছে এবং প্রকৃত তথ্য দিয়ে প্রতিবেদনটি প্রচার করা হয়েছে। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, একজন ছাত্রনেতা ছাত্রদের একজন আদর্শিক নেতা হবেন কিন্তু ফরিয়াদি ছাত্ররাজনীতির নামে ব্যবসা করেছেন এবং অর্থবিত্ত অর্জন করছেন। এই প্রতিবেদনে ছাত্র রাজনীতির অবয়বে কি ঘটছে তা জনগণের জানার অধিকার আছে বিধায় তা প্রচার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, ফরিয়াদির তথাকথিত শত্রুদের সাথে প্রতিবেদকের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতিবেদক বিভিন্ন সূত্রধরে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে এবং তথ্য সূত্রসমূহ সংরক্ষণ করা আছে। বাদী তার দাবি প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি পরিশেষে আর্জির বক্তব্যসমূহ অসত্য বিবেচনা করে মামলাটি খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ফরিয়াদির আর্জি প্রতিবাদলিপি সম্বলিত ২৫/০৯/২০১৯ তারিখের ইত্তেফাক পত্রিকা, প্রতিপক্ষগণের জবাব এবং ফরিয়াদির প্রতিউত্তর উপস্থাপন করেন। পক্ষগণ তাদের দাখিলীয় কাগজপত্রের আলোকে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি অভিযোগ খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি ক্যাসিনোতে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাঁর টাকা পয়সার ব্যাপারে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দাখিল করেছেন এবং কোটি কোটি টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত থাকার কথা মিথ্যা বলে দাবি করেছেন। ২টি হ্যারিয়ার গাড়িসহ ১৪ টি গাড়ির মালিক হওয়া এবং পরিবহন বিজনেস এ ১০টি গাড়ি ব্যবসার জন্য নিয়োজিত করার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি পুরোনো নোয়া মাইক্রোবাস এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ২টি প্রাইভেটকার থাকার কথা স্বীকার করেছেন। ফরিয়াদি তাঁর ৩টি বিলাসবহুল বাড়ি থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তবে তাঁর নিজের একটি এবং তাঁর নাবালক ছেলের একটি ফ্ল্যাট থাকার কথা স্বীকার করেন। হাউজিং কোম্পানিগুলোতে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথাও অস্বীকার করেছেন। তিনি সিঙ্গাপুরে ম্যারিনা বে স্যান্ডস হোটেলের প্রিমিয়াম গ্রাহক হওয়া এবং মতিঝিলসহ অন্যান্য ক্লাব থেকে সোহেল এবং আরমান এর মাধ্যমে চাঁদাবাজি করা এবং এর অংশ সম্রাট ও খালিদকে কমিশন প্রদান করার কথাও তিনি অস্বীকার করেছেন।

রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাড্ডায় খ-৪৭ নং বাড়ির মালিক হলেন মনোয়ারা বেগম স্বামী মৃত: আব্দুল মাজিদ প-৪৬ নং বাড়ির মালিক হলেন (১) জনাব মহিউদ্দিন হক (২) সুফিয়া বেগম। উল্লেখিত দুটি বাড়ির সাথে ফরিয়াদির কোনো মালিকানা নেই এবং সম্পর্কও নেই বলে দাবি করেছেন। ফরিয়াদির মামাতো ভাই নিজে আত্মহত্যা করেছে বলে দেখা যাচ্ছে। ফরিয়াদির চিকিৎসাপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে ফরিয়াদি ১৯/০৯/২০১৯ তারিখে সিঙ্গাপুরে আছেন, তবে ১৯/০৯/২০১৯ তারিখে পালিয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ফরিয়াদির দাখিলকৃত স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর স্টেটমেন্ট পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে ফরিয়াদি আগস্ট ৬, ২০১৭ তারিখের একটি সাদা পাতা দাখিল করেছেন। কিন্তু এই ব্যাংক হিসাব কোন সালে খুলেছেন তার কোনো উল্লেখ নেই এবং পূর্বের লেনদেনেরও এরও কোনো উল্লেখ নেই। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদি ব্যাংক লেনদেনের তথ্য গোপন করেছেন মর্মে দাদি করেছেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের কাগজ পরীক্ষা করে প্রতীয়মান হচ্ছে ফরিয়াদি তথ্য গোপন করেছেন। ফরিয়াদির নিজের নামের দলিল এবং তাঁর ছেলের নামের দলিল পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা বাড়ি নং প-৬৪ মধ্যবাড্ডা। ফরিয়াদি দুটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেছেন তাঁর নিজ নামে একটি এবং ছেলের নামে আর একটি যথাক্রমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের খ-৬৭/২ নং মধ্যবাড্ডা এবং হোল্ডিং নং গ-৬৭/২ মধ্যবাড্ডা।

ফরিয়াদি তাঁর বাবা জীবিত কালে গোপালগঞ্জের গ্রামের বাড়িটি নির্মাণ করেছেন জমি বিক্রয়, গাছপালা বিক্রয় এবং বোনদের স্বামীদের থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে। কিন্তু প্রতিপক্ষের দাবি হলো ফরিয়াদি ২০১৬ সালে নিজের অর্থ দিয়ে ডুপ্লেক্স বাড়িটি নির্মাণ করেছেন। স্বীকৃত মতে ফরিয়াদির বাবা স্বল্প বেতনে চাকুরি করতেন। তিনি এত বড় একটি বাড়ি করতে অর্থ যোগানের ব্যাপারে যে বক্তব্য ফরিয়াদি দিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সমস্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদি ২টি ফ্ল্যাট, গ্রামের বাড়িতে একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি এবং ৩টি গাড়ির মালিক। এছাড়া তিনি বাড্ডার নিকুঞ্জে খ-৬৪ নং বাড়ির মালিক তাও প্রমাণিত হয় তাঁর দাখিলীয় দুটি দলিল থেকে।

সকল তথ্য উপাত্তগুলি সার্বিকভাবে বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে তিনি আয়ের উৎস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি ছাত্রনেতা ২০১০-২০১৫ সাল পর্যন্ত। কিন্তু স্বীকৃতমতে তাঁর দাখিলকৃত কাগজপত্র দেখা যাচ্ছে তিনি একজন ব্যবসায়ী। এছাড়া তিনি এতগুলি সম্পদ অর্জন করেছেন তা কীভাবে করলেন এবং আয়ের উৎস কী এ ব্যাপারে একেবারেই নীরব। তাছাড়া ফরিয়াদি ব্যাংক থেকে টাকা ঋণ করেছেন তাও দেখা যাচ্ছে না। তাহলে তিনি এত সম্পদ ক্রয়ের অর্থ পেলেন কোথায় এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত যদি বিষয়টা দুদক তদন্ত করে দেখতে পারত। এমতাবস্থায় আমরা উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছি যে, ছাত্র রাজনীতিকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। ছাত্ররাই বাংলাদেশ জন্মের আগে এবং বর্তমানে সকল আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের কল্যাণের জন্য ছাত্র রাজনীতি অপরিহার্য। কেননা প্রকৃত রাজনীতি থেকে দেশপ্রেম গড়ে উঠে। আমরা মনে করি রাজনীতির মূলধারা হলো ছাত্র রাজনীতি। সুতরাং আমরা আশা করি ছাত্রনেতা নির্বাচনে সকল মহল সচেতন হবেন, তাহলেই প্রকৃত ছাত্রনেতা বেরিয়ে আসবে এবং দেশে সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিচারিক কমিটি কাগজপত্রসহ যুক্তিতর্ক বিবেচনায় এনে মনে করে প্রতিবেদনটি তথ্য উপাত্তবিহীন নয় এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে করা হয়েছে বলেও মনে করেনা। তবে প্রতিবেদনটি প্রকাশের সময় তথ্যসমূহ আরো স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হলে সংবাদপত্রের নীতিমালা সুচারুভাবে অনুসৃত হতো এবং প্রতিবেদনটি প্রশ্নাতীভাবে গৃহীত হতো। ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে বিজ্ঞাপন আকারে প্রতিবাদলিপি ছেঁপে সাংবাদিকতার রীতি নীতি ভঙ্গ করেছেন এবং এখানে আচরণবিধিরও ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এর দায় এড়াতে পারেন না। ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে প্রতিবাদলিপি প্রকাশের ক্ষেত্রে আচরণবিধি মেনে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

ফরিয়াদির অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, ফরিয়াদির প্রতিউত্তর প্রকাশিত প্রতিবেদন, পক্ষগণের দাখিলি কাগজপত্র এবং আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক বিবেচনায় নিয়ে বিচারিক কমিটির বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে একমত হয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে ফরিয়াদি নিরঙ্কুশভাবে তাঁর দাবি প্রমাণ করতে সমর্থ হননি বিধায় তিনি প্রার্থিত মতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিকার পেতে পারেন না।

প্রতিপক্ষকে এই রায়টি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। রায় প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের "ইত্তেফাক" পত্রিকায় রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

ইকবাল সোবহান চৌধুরী
সদস্য

আমি একমত,

স্বক্ষরিত/-

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
সদস্য